

## দ্বিতীয় অধ্যায়

### দেশজ উৎপাদ, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ

[স্থূল দেশজ উৎপাদ (জিডিপি) এর প্রবৃদ্ধির হার গত এক দশকে বাংলাদেশ গড়ে ৬ শতাংশের ওপর অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। নতুন ভিত্তিবছর ২০০৫-০৬ এর ভিত্তিতে চূড়ান্ত হিসাব অনুযায়ী ২০১২-১৩ অর্থবছরে প্রকৃত জিডিপি'র প্রবৃদ্ধির হার ৬.০১ শতাংশ। চলতি ২০১৩-১৪ অর্থবছরে বিবিএস-এর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী জিডিপি প্রবৃদ্ধি প্রাক্কলন করা হয়েছে ৬.১২ শতাংশ। গত ২০১২-১৩ অর্থবছরে কৃষিখাতে বিশেষ করে শস্য ও শাকসজি উপখাতে প্রবৃদ্ধি কিছুটা হ্রাস পাওয়ায় সার্বিক কৃষিখাতে প্রবৃদ্ধি সামান্য হ্রাস পেয়েছিল। তবে চলতি ২০১৩-১৪ অর্থবছরে শস্য ও শাকসজি উপখাতে ১.৯১ শতাংশ প্রবৃদ্ধিসহ কৃষিখাতে ২.৪৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে, যা গত অর্থবছরে ছিল ১.৪৭ শতাংশ। পাশাপাশি, মৎস্য খাতে প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রয়েছে। ২০০৫-০৬ অর্থবছরের ভিত্তি মূল্যে চলতি ২০১৩-১৪ অর্থবছরে কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতের অবদান দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ১৬.৩৩ শতাংশ, ২৯.৬১ শতাংশ ও ৫৪.০৫ শতাংশ। তবে গত অর্থবছরে এ হার ছিল যথাক্রমে ১৬.৭৮ শতাংশ, ২৯.০০ শতাংশ ও ৫৪.২২ শতাংশ। ব্যয়ের ক্ষেত্রে সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ভোগব্যয়ের পরিমাণ জিডিপি'র ৭৬.৫৭ শতাংশে পৌঁছেছে। চলতি অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় বৃদ্ধি পেয়ে জিডিপি'র ২৩.৪৩ শতাংশ দাঁড়িয়েছে, যা গত অর্থবছরে ছিল ২২.০৪ শতাংশ। তবে জাতীয় সঞ্চয় জিডিপি'র শতকরা হারে প্রায় একই রয়েছে। ২০১২-১৩ অর্থবছরের বিনিয়োগ জিডিপি'র ২৮.৩৯ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ২৮.৬৯ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। এক্ষেত্রে বেসরকারি বিনিয়োগ কিছুটা হ্রাস পেলেও সরকারি বিনিয়োগ পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে।]

#### অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি

নতুন ভিত্তিবছর ২০০৫-০৬ -এর ভিত্তিতে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) -এর হিসাব অনুযায়ী বিগত ২০১০-১১ ও ২০১১-১২ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় যথাক্রমে ৬.৪৬ শতাংশ ও ৬.৫২ শতাংশ। আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং দেশের অভ্যন্তরে অর্থনীতির প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বাংলাদেশ গত এক দশকে গড় জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ৬ শতাংশের ওপর অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০০৫-০৬ অর্থবছরের স্থির মূল্যে ২০১২-১৩ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে ৬.০১ শতাংশ। বিবিএস এর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০১৩-১৪ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়বে ৬.১২ শতাংশ। তবে বর্তমানে জিডিপি প্রাক্কলনসহ অন্যান্য খাতওয়ারি অবদানের ক্ষেত্রে পূর্বতন ভিত্তি বছর ১৯৯৫-৯৬ এর পরিবর্তে ২০০৫-০৬ অর্থবছরকে নতুন ভিত্তিবছর হিসেবে বিবেচনা করায় নতুন নতুন খাত অন্তর্ভুক্তিসহ দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও অন্যান্য অগ্রগতির যথাযথ ও সময়ানুগ চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে।

#### চলতি বাজার মূল্যে স্থূল দেশজ উৎপাদ (জিডিপি)

বিবিএস -এর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০০৫-০৬ অর্থবছরের ভিত্তি মূল্যে চলতি বাজার মূল্যে ২০১৩-১৪ অর্থবছরের জিডিপি'র আকার দাঁড়িয়েছে ১৩,৫০৯,২০ কোটি টাকা, যা গত অর্থবছরের জিডিপি (১১,৯৮,৯২৩ কোটি টাকা) অপেক্ষা ১২.৬৮ শতাংশ বেশি। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে চলতি বাজার মূল্যে মাথাপিছু জিডিপি প্রাক্কলন করা হয়েছে ৮৬,৭৩১ টাকা, যা গত অর্থবছরের মাথাপিছু জিডিপি ৭৮,০০৯ টাকা হতে ১১.১৮ শতাংশ বেশি। ২০১২-১৩ অর্থবছরে মাথাপিছু জিডিপি'র প্রবৃদ্ধির হার ছিল ১২.০৬ শতাংশ। অন্যদিকে, চলতি অর্থবছরে মাথাপিছু জাতীয় আয় দাঁড়িয়েছে ৯২,৫১০ টাকা, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল ৮৪,২৮৩ টাকা। মার্কিন ডলার হিসেবে চলতি অর্থবছরে মাথাপিছু জাতীয় আয় ও মাথাপিছু জিডিপি দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ১,১৯০ ও ১,১১৫ মার্কিন ডলার। গত অর্থবছরে মাথাপিছু জাতীয় আয় ও মাথাপিছু জিডিপি'র পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১,০৫৪ ও ৯৭৬ মার্কিন ডলার। সারণি ২.১-এ ২০০৫-০৬ থেকে ২০১৩-১৪ অর্থবছর পর্যন্ত চলতি বাজার মূল্যে মোট এবং মাথাপিছু জিডিপি ও স্থূল জাতীয় আয় (জিএনআই) এবং সারণি

২.২-এ ২০০৫-০৬ থেকে ২০১৩-১৪ অর্থবছর পর্যন্ত চলতি বাজার মূল্যে খাতভিত্তিক স্থূল দেশজ উৎপাদ দেখানো হ'ল (ভিত্তি বছর ২০০৫-০৬):

সারণি ২.১: চলতি বাজার মূল্যে জিডিপি, জিএনআই, মাথাপিছু জিডিপি ও মাথাপিছু জিএনআই (ভিত্তি বছরঃ ২০০৫-০৬)

সূচক	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪*
জিডিপি (কোটি টাকায়)	৪৮২৩৩৭	৫৪৯৮০০	৬২৮৬৮২	৭০৫০৭২	৭৯৭৫৩৯	৯১৫৮২৯	১০৫৫২০৪	১১৯৮৯২৩	১৩৫০৯২০
জিএনআই (কোটি টাকায়)	৫০৯৫৪৪	৫৮৫০৭৫	৬৭৭০৭২	৭৬০৯৭৩	৮৬২১৪২	৯৮৮৩৪২	১১৪৪৫০৬	১২৯৫৩৫২	১৪৪০৯৩৭
জনসংখ্যা (কোটিতে)	১৩.৯৮	১৪.১৮	১৪.৩৮	১৪.৫৮	১৪.৭৮	১৪.৯৭	১৫.১৬	১৫.৩৭	১৫.৫৮
মাথাপিছু জিডিপি (টাকায়)	৩৪৫০২	৩৮৭৭৩	৪৩৭১৯	৪৮৩৫৯	৫৩৯৬১	৬১১৯৮	৬৯৬১৪	৭৮০০৯	৮৬৭৩১
মাথাপিছু জিএনআই (টাকায়)	৩৬৪৪৮	৪১২৬১	৪৭০৮৪	৫২১৯৩	৫৮৩৩২	৬৬০৪৪	৭৫৫০৫	৮৪২৮৩	৯২৫১০
মাথাপিছু জিডিপি (মার্কিন ডলারে)	৫১৪	৫৬২	৬৩৭	৭০৩	৭৮০	৮৬০	৮৮০	৯৭৬	১১১৫
মাথাপিছু জিএনআই (মার্কিন ডলারে)	৫৪৩	৫৯৮	৬৮৬	৭৫৯	৮৪৩	৯২৮	৯৫৫	১,০৫৪	১১৯০

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। \* সাময়িক হিসাব

সারণি ২.২: চলতি বাজার মূল্যে স্থূল দেশজ উৎপাদ (জিডিপি)

(কোটি টাকায়)

খাত/উপখাত	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪*
১। কৃষি ও বনজ	৭০১৭১	৭৯০১০	৮৯৯৮৬	৯৭৮০৭	১১০৯৯০	১২৫৪৬৯	১৩৮৮৭৯	১৪৮৭৫৮	১৬১৭৩৭
ক) শস্য ও শাকসব্জি	৫০৭৭৫	৫৭৬২৫	৬৫৭৩০	৭১১৫৮	৮১৪০৫	৯১৯০৩	১০০৮৯৯	১০৬৭৯৪	১১৫৬৬৯
খ) প্রাণি সম্পদ	১০৮৯১	১২১৯৮	১৪২৯৭	১৫৮৩০	১৭৫২৭	২০১৭১	২২৯৯৯	২৫৩৫৯	২৭৬৬৭
গ) বনজ সম্পদ	৮৫০৫	৯১৮৭	৯৯৫৯	১০৮১৯	১২০৫৮	১৩৩৯৫	১৪৯৮১	১৬৬০৫	১৮৪০১
২। মৎস্য সম্পদ	১৬৮১৪	১৮৮৯০	২০৬৩৫	২২৭৯৩	২৪৬০১	২৮৪৮২	৩১৮২৭	৩৬৯৯৫	৪২৬৬৯
৩। খনিজ ও খনন	৭০০৯	৭৮৬৬	৯১১০	১০৯৬২	১২৬৪৫	১৪২০৮	১৬৬৫০	১৯৪৬১	২১৬১৭
ক) প্রাকৃতিক গ্যাস ও	৪৬৮০	৫০১৮	৫৩৮৭	৬১৯৪	৬৮০৩	৬৮৪৬	৭৩৬৬	৭৯৫৩	৮১০৫
খ) অন্যান্য খনিজ সম্পদ ও	২৩২৯	২৮৪৮	৩৭২৩	৪৭৬৯	৫৮৪২	৭৩৬৩	৯২৮৪	১১৫০৮	১৩৫১৩
৪। শিল্প (ম্যানুফ)	৭৩৮৩৪	৮৭৬০৫	১০১৩৭১	১১৬১৯৭	১২৮৫৭৩	১৪৬৫০৩	১৬৭৯২৭	১৯৭১২৭	২২১৪২৮
ক) বৃহৎ ও মাঝারী শিল্প	৫৯১১৬	৭০১৩১	৮১০৬৬	৯১৯৯৬	১০২৬১৯	১১৬৪৫৩	১৩৪৩৯৭	১৫৮৪৪৮	১৭৯৬৭৭
খ) ক্ষুদ্রায়তন শিল্প	১৪৭১৮	১৭৪৭৪	২০৩০৫	২৪২০১	২৬৯৫৪	৩০০৪৯	৩৩৫৩০	৩৮৬৭৯	৪১৭৫১
৫। বিদ্যুৎ, গ্যাস, ও পানি সম্পদ	৫৫৫৩	৫৭২০	৬৪৪১	৭০১২	৮৩৪৬	১১৫৮৯	১৪১৮৯	১৬৩৮১	১৭৯০০
ক) বিদ্যুৎ	৪৫৩৬	৪৫০০	৪৯৫০	৫২৮২	৬০০৩	৮৬৪৬	১০১৮৯	১২১৬৮	১৩৫৪৫
খ) গ্যাস	৬৫৯	৮৪২	১০৪৫	১২৪৯	১৮০৯	২৩৩৯	৩৩০০	৩৪৪৮	৩৫৩০
গ) পানি	৩৫৭	৩৭৮	৪৪৫	৪৮১	৫৩৩	৬০৫	৭০১	৭৬৬	৮২৫
৬। নির্মাণ	২৯৮২৫	৩৩৫১৩	৩৮৫৩৩	৪৪১৮০	৪৯৪৭৪	৫৭০৭২	৬৮৩০৪	৮২৪৩২	৯৭৫৩৮
৭। পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য	৬২৩৫২	৭২৯৭১	৮৬১৪৯	৯৬০৯৪	১০৬৬০৬	১২১৩৩২	১৩৭৩৯৬	১৫৪৫৭৯	১৭২৩২৮
৮। হোটেল ও রেস্টোরাঁ	৩৪৬৭	৪০৬৯	৪৮২৬	৫৭৯০	৭০২৮	৮২২৮	৯৭৫৫	১১২৬৩	১৩০৩৩
৯। পরিবহন, সংরক্ষণ ও	৪৬৪৯৭	৫৩১৩২	৫৯৬২০	৬৭১৬৫	৮০৪৫৪	৯৪৫৭১	১১২৭০২	১২৪৮১১	১৩৬৪৭০
ক) স্থূল পথ পরিবহন	৩২৮২২	৩৭২৯৫	৪১৮৮৮	৪৬৯৯৪	৫৭৫৭৪	৬৮৭১৭	৮৩৩৪৫	৯২১৮৩	১০১৬১৪
খ) পানি পথ পরিবহন	৪৭২০	৪৮৯৯	৫১১১	৫৫২৫	৬৩৮৬	৬৯৩৪	৭০৮৯	৭৬৪৯	৮০৬৬
গ) আকাশ পথ পরিবহন	৫৬২	৫৭৫	৫৯৫	৬৮২	৮১১	৯৫৭	১০২২	১০৪৭	১১৩৪
ঘ) সহযোগী পরিবহন সেবা ও	২৪৬২	২৭৭২	৩১৩৭	৩৪২৩	৩৮২৬	৪৪১০	৫৩৯১	৬০০১	৬৬০৫
ঙ) ডাক ও তার যোগাযোগ	৫৯৩২	৭৫৯১	৮৮৮৯	১০৫৬১	১১৮৫৮	১৩৫৫৩	১৫৮৫৪	১৭৪০০	১৯০৫১
১০। আর্থিক প্রতিষ্ঠানিক সেবা	১৪২১৬	১৬২৬৫	১৮৭০২	২০০০৩	২৩৪৪৮	২৭৫৪৫	৩৬৩১৬	৪২২৩৭	৪৯৪৯৯
ক) ব্যাংক	১২২২৮	১৩৭৩১	১৫৪৩১	১৫৮১৭	১৭৫০৮	২১৫২২	২৯৩৫১	৩৪৭২৭	৪১২৬৪
খ) বীমা	১৩৪৬	১৭১৪	২১০৮	২৬২৬	৩৩৫৬	৩৭৮৬	৪৫৮৪	৪৯২০	৫৩৮৪
গ) অন্যান্য	৬৪২	৮১৯	১১৬৩	১৫৬০	২৫৮৩	২২৩৭	২৩৮১	২৯৯০	২৮৫১
১১। রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও	৩৭৯৩৫	৪১৩৩৭	৪৫১১৮	৪৯৪৪৯	৫৪৪৩২	৬০১১৯	৬৮৭১৫	৭৮৮২০	৯১০৬৮
১২। লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	১৪০৮৯	১৭১৩২	১৯৬৬৪	২২৪৬৪	২৫৪২৬	৩০২৮২	৩৩৪৯৯	৩৭৬৭৮	৪৩৫৫৬
১৩। শিক্ষা	৯৯৬২	১১৮৫৩	১৪৩৩২	১৬২৫০	১৮২৫৮	২১৩৯২	২৫০৪৮	২৮৪২৯	৩৩০৬৪
১৪। স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা	৯২৮৮	১০৪৫৩	১২১৬৪	১৩৩৬৮	১৫৩২৬	১৭৭৩১	২০১৩৩	২৩৮৬৮	২৬৯৪৩
১৫। কমিউনিটি, সামাজিক ও	৫৬৬০০	৬৩৫৪৪	৭২২০০	৮৫৩৬৬	৯৫৬৯২	১০৪৬০৮	১১৭২৯৩	১৩৮৯৫২	১৫৭৫০৮
ভুক্তিক ব্যতিরেকে শুল্ক	২৪৭২৫	২৬৪৩৯	২৯৮৩২	৩০১৫২	৩৬২৪১	৪৬৬৯৮	৫৬৫৬৯	৫৭৬৬২	৬৪৫৬৯
চলতি বাজার মূল্যে জিডিপি	৪৮২৩৩৭	৫৪৯৮০০	৬২৮৬৮২	৭০৫০৭২	৭৯৭৫৩৯	৯১৫৮২৯	১০৫৫২০৪	১১৯৮৯২৩	১৩৫০৯২০
চলতি বাজার মূল্যে প্রবৃদ্ধি হার	১২.৯৪	১৩.৯৯	১৪.৩৫	১২.১৫	১৩.১১	১৪.৮৩	১৫.২২	১৩.৬২	১২.৬৮

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, \* সাময়িক হিসাব। নোটঃ সারণির উপাত্তসমূহ পরিবর্তিত ভিত্তিবছর অনুযায়ী নিরূপণ করা হয়েছে।

## খাতভিত্তিক জিডিপি প্রবৃদ্ধি

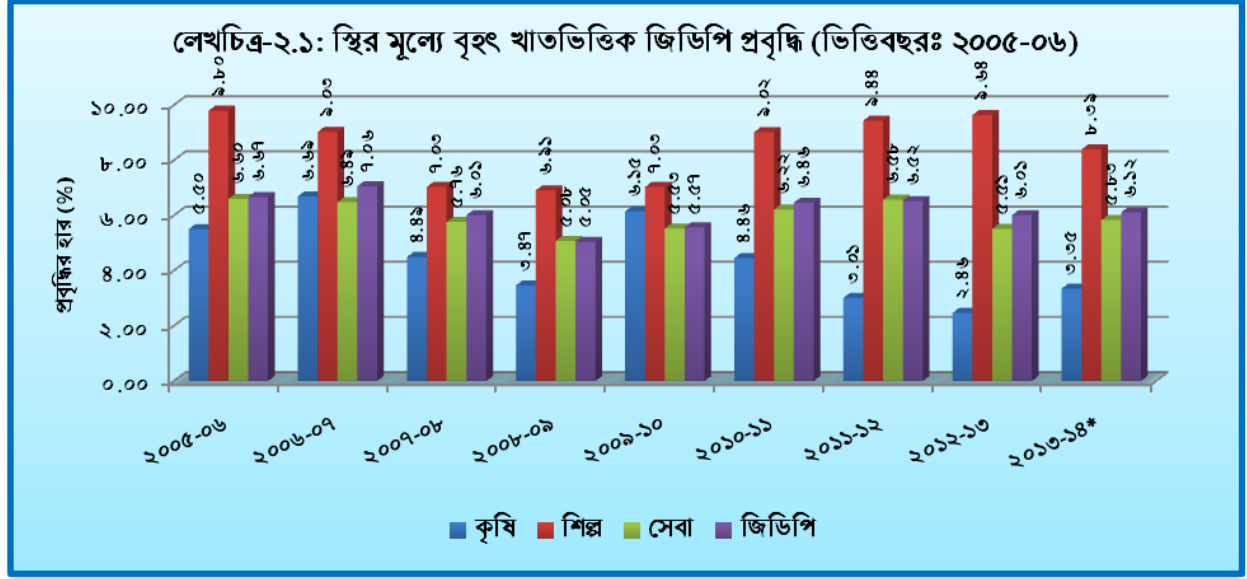
উৎপাদন ভিত্তিতে নিরূপিত জিডিপি ১৫ টি খাত নিয়ে গঠিত। খাতসমূহ কৃষি, শিল্প ও সেবা- এ তিনটি বৃহৎ খাতে (broad sector) বিভক্ত। এছাড়া, কয়েকটি খাত আবার একাধিক উপখাতে বিভক্ত। সার্বিক খাত হিসেবে কৃষি খাত কৃষি ও বনজ এবং মৎস্য- এ দুটি উপখাতের সমন্বয়ে গঠিত। সার্বিক শিল্প খাতের আওতাধীন খাতসমূহ হচ্ছে খনিজ ও খনন, ম্যানুফ্যাকচারিং, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ এবং নির্মাণ। এছাড়া, পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য, হোটেল ও রেস্টোরাঁ, পরিবহণ, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ, আর্থিক প্রতিষ্ঠানিক সেবা, রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও অন্যান্য ব্যবসা, লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা এবং কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা খাতসমূহের সমন্বিত উৎপাদনই সার্বিক সেবা খাতের মোট উৎপাদন। সারণি ২.৩ এবং লেখচিত্র ২.১ এ ২০০৫-০৬ অর্থবছরের ভিত্তি মূল্যে জিডিপির খাতওয়ারি প্রবৃদ্ধির হার উপস্থাপন করা হ'লঃ

সারণি ২.৩: ২০০৫-০৬ অর্থবছরের ভিত্তি মূল্যে জিডিপির খাতওয়ারি প্রবৃদ্ধির হার

(শতকরা হার)

খাত/উপখাত	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪*
<b>১। কৃষি ও বনজ</b>	<b>৫.৪৪</b>	<b>৬.০৪</b>	<b>৩.৮৭</b>	<b>৩.০৯</b>	<b>৬.৫৫</b>	<b>৩.৮৯</b>	<b>২.৪১</b>	<b>১.৪৭</b>	<b>২.৪৬</b>
ক) শস্য ও শাকসজি	৬.১৭	৭.০০	৩.৯৯	২.৮৩	৭.৫৭	৩.৮৫	১.৭৫	০.৫৯	১.৯১
খ) প্রাণি সম্পদ	২.১৫	১.৯৯	২.২০	২.৩৫	২.৫১	২.৫৯	২.৬৮	২.৭৪	২.৮৩
গ) বনজ সম্পদ	৫.৪৬	৫.৫০	৫.২৬	৫.৫৪	৫.৩৪	৫.৫৬	৫.৯৬	৫.০৪	৫.০৫
<b>২। মৎস্য সম্পদ</b>	<b>৫.৭৫</b>	<b>৯.৪১</b>	<b>৭.০০</b>	<b>৪.৯৪</b>	<b>৪.৬০</b>	<b>৬.৬৯</b>	<b>৫.৩২</b>	<b>৬.১৮</b>	<b>৬.৪৯</b>
<b>৩। খনিজ ও খনন</b>	<b>৫.৯১</b>	<b>৬.০৫</b>	<b>৭.৬৭</b>	<b>১০.৪৬</b>	<b>৮.১৫</b>	<b>৩.৬২</b>	<b>৬.৯৩</b>	<b>৯.৩৫</b>	<b>৫.২২</b>
ক) প্রাকৃতিক গ্যাস ও অপরিমোচিত	৪.৮৭	৬.৫৯	৬.৬৩	৯.৯৯	৮.৫২	০.৬৮	৩.৭৮	৭.৫৫	১.৭৪
খ) অন্যান্য খনিজ সম্পদ ও খনন	৮.০৬	৪.৯৮	৯.৭৯	১২.৩৯	৭.৪৩	৯.৩৪	১২.৫৮	১২.৩৪	১০.৭২
<b>৪। শিল্প (ম্যানুফ)</b>	<b>১০.৮১</b>	<b>১০.৫৪</b>	<b>৭.৩৩</b>	<b>৬.৬৯</b>	<b>৬.৬৫</b>	<b>১০.০১</b>	<b>৯.৯৬</b>	<b>১০.৩১</b>	<b>৮.৬৮</b>
ক) বৃহৎ ও মাঝারী শিল্প	১১.২৪	১০.৮০	৭.৩৮	৬.৫৪	৬.২৭	১১.১১	১০.৭৬	১০.৬৫	৯.১৬
খ) ক্ষুদ্রায়তন শিল্প	৯.১৪	৯.৮৮	৭.১৫	৭.৩০	৮.১৭	৫.৬৭	৬.৫৮	৮.৮১	৬.৬০
<b>৫। বিদ্যুৎ, গ্যাস, ও পানি সম্পদ</b>	<b>৭.৫৯</b>	<b>৫.০১</b>	<b>৭.৭৭</b>	<b>৭.২৬</b>	<b>৯.৯৭</b>	<b>১৩.৩৬</b>	<b>১০.৫৮</b>	<b>৮.৯৯</b>	<b>৭.৪০</b>
ক) বিদ্যুৎ	৭.৯২	৪.৪৪	৭.২১	৭.১৩	১০.৫০	১৫.৮২	১০.৯৭	৯.৬৯	৮.১৬
খ) গ্যাস	৬.৬৩	৮.৪৬	৮.৫৩	১০.৩৩	৮.৭৮	০.০৭	৭.৪৫	৫.৯১	১.৭১
গ) পানি	৫.২৩	৫.৯৭	১৩.২৯	৩.২২	৫.৭৯	৮.২৩	১০.৯১	৪.৭৫	৬.৬২
<b>৬। নির্মাণ</b>	<b>৮.৬৯</b>	<b>৬.৭৪</b>	<b>৫.৯৯</b>	<b>৬.৫৮</b>	<b>৭.২১</b>	<b>৬.৯৫</b>	<b>৮.৪২</b>	<b>৮.০৪</b>	<b>৮.৫৬</b>
<b>৭। পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য</b>	<b>৬.২৯</b>	<b>৮.৩৭</b>	<b>৭.২৭</b>	<b>৫.৮৬</b>	<b>৫.৮৫</b>	<b>৬.৬৯</b>	<b>৬.৭০</b>	<b>৬.১৮</b>	<b>৬.৫৭</b>
<b>৮। হোটেল ও রেস্টোরাঁ</b>	<b>৫.৩৩</b>	<b>৫.৫৩</b>	<b>৫.৬৮</b>	<b>৫.৮৬</b>	<b>৬.০১</b>	<b>৬.২০</b>	<b>৬.৩৯</b>	<b>৬.৪৯</b>	<b>৬.৭০</b>
<b>৯। পরিবহণ, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ</b>	<b>৮.৩৯</b>	<b>৯.৪২</b>	<b>৮.২৬</b>	<b>৮.০৫</b>	<b>৭.৫৫</b>	<b>৮.৪৪</b>	<b>৯.১৫</b>	<b>৬.২৭</b>	<b>৬.৪৭</b>
ক) স্থল পথ পরিবহণ	৩.৯৫	৬.৪১	৫.৫৬	৬.৫৯	৭.৩১	৭.১৮	৬.৮৩	৫.৯১	৬.১৯
খ) পানি পথ পরিবহণ	২.৫৯	৩.২৬	৩.১৫	৩.১১	৩.১৯	২.৯২	৩.১০	৩.২১	৩.২২
গ) আকাশ পথ পরিবহণ	৯.৬৮	-৩.৮৬	২.২০	১৪.৪১	১৮.১৯	১৫.২৩	৫.৭৬	-১.৬৪	৩.৩৬
ঘ) সহযোগী পরিবহণ সেবা ও সংরক্ষণ	১৫.১২	৬.৪১	১১.৩১	৭.৭৯	১০.৩৩	১১.৯৭	১৭.৬০	৩.৩৬	৩.৪৪
ঙ) ডাক ও তার যোগাযোগ	৪৫.৭২	৩৩.৪৮	২২.৭১	১৫.৮৮	৯.০২	১৩.৭৭	১৬.৯২	৯.৬৭	৯.৩০
<b>১০। আর্থিক প্রতিষ্ঠানিক সেবা</b>	<b>২৭.৮০</b>	<b>৬.৪৯</b>	<b>৩.৯২</b>	<b>-০.০৩</b>	<b>৬.২৫</b>	<b>১০.৪৪</b>	<b>১৪.৭৬</b>	<b>৯.১১</b>	<b>৯.১২</b>
ক) ব্যাংক	২৯.৩৭	৪.৭৪	২.২৩	-৩.৯০	৩.১৫	১২.৯৮	১৭.৬১	১০.৮৭	১০.৫৩
খ) বীমা	২৫.২২	১৮.৭৮	১১.৮৭	১৬.৮০	১৯.০৮	৩.৬৯	৪.৪১	০.৬১	১.৭৯
গ) অন্যান্য	৭.৬১	১৪.১৭	১৬.২০	২৪.১৮	১৭.৭১	-২.৫৪	২.৩৩	৩.১৪	৩.৫০
<b>১১। রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও অন্যান্য ব্যবসা</b>	<b>৩.৭৭</b>	<b>৩.৮২</b>	<b>৩.৭৯</b>	<b>৩.৮৩</b>	<b>৩.৮৫</b>	<b>৩.৮৮</b>	<b>৩.৯২</b>	<b>৪.০৪</b>	<b>৪.২৪</b>
<b>১২। লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা</b>	<b>১০.৮৬</b>	<b>৮.৫৫</b>	<b>৬.৫১</b>	<b>৭.১১</b>	<b>৮.২৩</b>	<b>৮.৮৪</b>	<b>৭.৫৩</b>	<b>৬.৫৩</b>	<b>৭.০৬</b>
<b>১৩। শিক্ষা</b>	<b>৯.৪১</b>	<b>৮.৭৬</b>	<b>৭.১৪</b>	<b>৫.৮৯</b>	<b>৫.১৮</b>	<b>৫.৬৩</b>	<b>৭.৭৫</b>	<b>৬.৩০</b>	<b>৮.২২</b>
<b>১৪। স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা</b>	<b>৫.১০</b>	<b>৪.৯৬</b>	<b>৫.৮৬</b>	<b>৩.০৪</b>	<b>৬.৮৩</b>	<b>৬.৩৪</b>	<b>৩.৮১</b>	<b>৪.৭৬</b>	<b>৫.০২</b>
<b>১৫। কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা</b>	<b>২.০৪</b>	<b>৩.১৮</b>	<b>৩.১৯</b>	<b>৩.২০</b>	<b>৩.২১</b>	<b>৩.২৩</b>	<b>৩.২৫</b>	<b>৩.২৫</b>	<b>৩.২৭</b>
<b>স্থির মূল্যে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার</b>	<b>৬.৬৭</b>	<b>৭.০৬</b>	<b>৬.০১</b>	<b>৫.০৫</b>	<b>৫.৫৭</b>	<b>৬.৪৬</b>	<b>৬.৫২</b>	<b>৬.০১</b>	<b>৬.১২</b>

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো \* সাময়িক হিসাব



### কৃষি খাত

২০০৫-০৬ অর্থবছরের ভিত্তি মূল্যে চলতি ২০১৩-১৪ অর্থবছরের স্থূল দেশজ উৎপাদে সার্বিক কৃষি (broad agriculture) খাতের মধ্যে কৃষি ও বনজ খাতে প্রবৃদ্ধির হার প্রাক্কলন করা হয়েছে ২.৪৬ শতাংশ, যা গত অর্থবছরে ছিল ১.৪৭ শতাংশ। মূলতঃ শস্য ও শাকসজি উপখাতে চলতি অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি গত অর্থবছরের ০.৫৯ শতাংশ থেকে ১.৯১ শতাংশে বৃদ্ধি পাওয়ায় মোটের ওপর কৃষি ও বনজ খাতে এ প্রবৃদ্ধি হয়েছে। চলতি অর্থবছরে মোট খাদ্যশস্য (চাল, গম ও ভুট্টা) উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৩৭৭.৮২ লক্ষ মেট্রিক টন, যা গত অর্থবছরের মোট খাদ্যশস্য উৎপাদন ৩৭২.৬৫ লক্ষ মেট্রিক টন অপেক্ষা ৫.১৭ লক্ষ মেট্রিক টন বেশি। প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী এ বছর আউশ ও আমনের উৎপাদন হয়েছে ১৫৩.৪৯ লক্ষ মেট্রিক টন, যা গত বছরে ছিল ১৫০.৫৫ লক্ষ মেট্রিক টন। এ বছর বোরোর উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ১৮৯.১৬ লক্ষ মেট্রিক টন, গত বছরে যার উৎপাদন ছিল ১৮৭.৭৮ লক্ষ মেট্রিক টন। পর্যাপ্ত সার ও সেচ সুবিধা নিশ্চিত করা এবং প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের কারণে বোরোর উৎপাদন ভালো হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। চলতি অর্থবছরে গম উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ১২.৮১ লক্ষ মেট্রিক টন, গত বছরে যার উৎপাদন ছিল ১২.৫৪ লক্ষ মেট্রিক টন। এছাড়া, ২০১৩-১৪ অর্থবছরের সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ভুট্টা উৎপাদন কিছুটা বেড়ে ২২.৩৬ লক্ষ মেট্রিক টন হয়েছে, যা গত অর্থবছরে ছিল ২১.৭৮ লক্ষ মেট্রিক টন।

চলতি ২০১৩-১৪ অর্থবছরে প্রাণিসম্পদ ও বনজসম্পদ উপখাতে প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রয়েছে। চলতি অর্থবছরে প্রাণিসম্পদ ও বনজ সম্পদ উপখাতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে যথাক্রমে ২.৮৩ শতাংশ ও ৫.০৫ শতাংশ, যা গত অর্থবছরে অর্জিত হয়েছিল যথাক্রমে ২.৭৪ শতাংশ ও ৫.০৪ শতাংশ।

মৎস্য অধিদপ্তরের প্রাক্কলিত হিসাব অনুযায়ী চলতি ২০১৩-১৪ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ ও সামুদ্রিক উৎস হতে মোট মৎস্য উৎপাদন দাঁড়িয়েছে ৩৫.৫৫ লক্ষ মেট্রিক টনে, যা ২০১২-১৩ অর্থবছরের মোট মৎস্য উৎপাদনের (৩৪.১০ লক্ষ মেট্রিক টন) তুলনায় ৪.২৫ শতাংশ বেশি। ২০০৫-০৬ অর্থবছরের ভিত্তি মূল্যে জিডিপির খাতওয়ারি প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে এ খাতে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি পেয়ে ৬.৪৯ শতাংশে দাঁড়িয়েছে, যা ২০১২-১৩ অর্থবছরে ছিল ৬.১৮ শতাংশ।

## শিল্প খাত

২০১৩-১৪ অর্থবছরে সার্বিক শিল্প (broad industry) খাতের মধ্যে খনিজ ও খনন খাতের ২০০৫-০৬ অর্থবছরের ভিত্তি মূল্যে প্রবৃদ্ধির হার হ্রাস পেয়ে ৫.২২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে, যা ২০১২-১৩ অর্থবছরে ছিল ৯.৩৫ শতাংশ। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে প্রাকৃতিক গ্যাস ও অপরিিশোধিত পেট্রোলিয়াম উপখাতে প্রবৃদ্ধির হার ১.৭৪ শতাংশ এবং অন্যান্য খনিজ ও কয়লা উপখাতে প্রবৃদ্ধির হার ১০.৭২ শতাংশ হবে বলে সাময়িক হিসাব করা হয়েছে। ২০১২-১৩ অর্থবছরে এ দুই উপখাতে প্রবৃদ্ধি হয়েছিল যথাক্রমে ৭.৫৫ শতাংশ ও ১২.৩৪ শতাংশ। সামগ্রিকভাবে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে (২০০৫-০৬ অর্থবছরের ভিত্তি মূল্যে) ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প খাতে (বৃহৎ, মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পে) ৮.৬৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে, গত অর্থবছরে যা ছিল ১০.৩১ শতাংশ। এর মধ্যে বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প এবং ক্ষুদ্রায়তন শিল্প উভয় উপখাতেই গত অর্থবছরের প্রবৃদ্ধির হারের তুলনায় চলতি অর্থবছরে প্রবৃদ্ধির হার হ্রাস পেয়েছে। চলতি অর্থবছরের সাময়িক হিসাব অনুযায়ী এ দুই উপখাতে প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৯.১৬ শতাংশ ও ৬.৬০ শতাংশ, যা গত ২০১২-১৩ অর্থবছরের চূড়ান্ত হিসাব অনুযায়ী ছিল যথাক্রমে ১০.৬৫ ও ৮.৮১ শতাংশ।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক নিরূপিত শিল্প উৎপাদন সূচক (QIP, ভিত্তিবছরঃ ২০০৫-০৬) অনুসারে ২০১৩-১৪ অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে গড়ে (জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৩) বৃহৎ ও মাঝারি ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প উপখাতে সাধারণ শিল্প উৎপাদন সূচক দাঁড়িয়েছে ২০৫.৪৫, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৯.১৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এ উপখাতের মধ্যে ২০১৩-১৪ অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে গড়ে পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় তৈরি পোশাক ও নিটওয়্যার (১৪.৩৫ শতাংশ), ফার্মাসিটিক্যালস্ ও মেডিসিনাল কেমিক্যাল (১১.০৪ শতাংশ), খাদ্য দ্রব্য (১০.২৪ শতাংশ), বেসিক ধাতব দ্রব্য (৮.১১ শতাংশ), টোবাকো (৬.৮২ শতাংশ), চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য (৪.৫৫ শতাংশ), ফেরিকেটেড ধাতব দ্রব্য (৩.১২ শতাংশ), অ-ধাতব খনিজ দ্রব্য (১.৯৪ শতাংশ) প্রভৃতি শিল্পে উৎপাদন সূচক বৃদ্ধি পেয়েছে। অপরদিকে, রাসায়নিক দ্রব্য (৯.৬০ শতাংশ) এবং টেক্সটাইল (১.২৯ শতাংশ) শিল্পে উৎপাদন সূচক পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে।

দেশের অভ্যন্তরে অর্থনীতির প্রতিকূল পরিবেশ থাকা সত্ত্বেও ২০১৩-১৪ অর্থবছরের প্রথম দশ মাসে (জুলাই-এপ্রিল ২০১৪) মোট রপ্তানি আয় দাঁড়িয়েছে ২৪,৬৫৪.৩৯ মিলিয়ন ইউএস ডলারে, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১৩.১৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশভিত্তিক রপ্তানি কার্যক্রম পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের সর্ববৃহৎ বাজার। ২০১৩-১৪ অর্থবছরের জুলাই-ডিসেম্বর সময়ে বাংলাদেশী পণ্যের প্রধান আমদানিকারক দেশ হিসেবে শীর্ষে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। এ সময়ে যুক্তরাষ্ট্রে পণ্য রপ্তানি থেকে আয় হয়েছে ২,৭৯০.৮৬ মিলিয়ন ইউএস ডলার, যা দেশের মোট রপ্তানি আয়ের ১৯.০ শতাংশ।

অপরদিকে, চলতি অর্থবছরে ২০০৫-০৬ অর্থবছরের ভিত্তি মূল্যে বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি খাতে প্রবৃদ্ধি প্রাক্কলন করা হয়েছে ৭.৪০ শতাংশ, যা গত অর্থবছরে ছিল ৮.৯৯ শতাংশ। এর মধ্যে বিদ্যুৎ ও গ্যাস উপখাতে প্রবৃদ্ধির হার গত অর্থবছরের তুলনায় হ্রাস পেলেও পানি উপখাতে প্রবৃদ্ধির হার চলতি অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়েছে। চলতি অর্থবছরে পানি উপখাতে প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ৬.৬২ শতাংশ, যা গত অর্থবছরে ছিল ৪.৭৫ শতাংশ। পাশাপাশি, অবকাঠামো খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাওয়ায় নির্মাণ খাতে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধির হার ৮.৫৬ শতাংশ হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। পূর্ববর্তী অর্থবছরে এ খাতে প্রকৃত প্রবৃদ্ধি ছিল ৮.০৪ শতাংশ।

## সেবা খাত

২০০৫-০৬ অর্থবছরের ভিত্তি মূল্যে সার্বিক সেবা (broad service) খাতের অর্ন্তভুক্ত প্রায় সকল খাতেই প্রবৃদ্ধির হার পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় চলতি ২০১৩-১৪ অর্থবছরে বৃদ্ধি পাবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। কেবলমাত্র পরিবহণ, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ খাতের অর্ন্তভুক্ত ডাক ও তার যোগাযোগ উপখাত এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানিক সেবা খাতে অর্ন্তভুক্ত ব্যাংক উপখাতে চলতি অর্থবছরে পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় প্রবৃদ্ধির হার কিছুটা হ্রাস পাবে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরের সাময়িক হিসাবে, পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য খাতে প্রবৃদ্ধির হার পূর্ববর্তী অর্থবছরের ৬.১৮ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে চলতি অর্থবছরে ৬.৫৭ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। হোটেল ও রেস্টোরাঁ খাতে প্রবৃদ্ধির হার পূর্ববর্তী অর্থবছরের (৬.৪৯ শতাংশ) তুলনায় বৃদ্ধি পেয়ে ৬.৭০ শতাংশ হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। পরিবহণ,

সংরক্ষণ ও যোগাযোগ খাতে চলতি অর্থবছরে ৬.৪৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০১২-১৩ অর্থবছরে এ খাতে প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৬.২৭ শতাংশ। এ খাতের অন্তর্গত ৫টি উপখাতের মধ্যে ডাক ও তার যোগাযোগ উপখাত ব্যতিত সকল উপখাতেই প্রবৃদ্ধির হার পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় চলতি অর্থবছরে বৃদ্ধি পাবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। বিশেষ করে আকাশপথ পরিবহন উপখাতে গত অর্থবছরের ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধির হার (-১.৬৪) থেকে চলতি অর্থবছরে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৩.৩৬ শতাংশে। পাশাপাশি, অন্যান্য উপখাতের মধ্যে চলতি অর্থবছরে স্থলপথ পরিবহন উপখাতে ৬.১৯ শতাংশ, পানিপথ পরিবহনে উপখাতে ৩.২২ শতাংশ, সহযোগী পরিবহন সেবা ও সংরক্ষণ উপখাতে ৩.৪৪ শতাংশ প্রবৃদ্ধির হার অর্জিত হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে।

সার্বিক সেবাখাতের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য খাতের মধ্যে চলতি ২০১৩-১৪ অর্থবছরে আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সেবা খাতের প্রবৃদ্ধি প্রাক্কলন করা হয়েছে ৯.১২ শতাংশে, যা ২০১২-১৩ অর্থবছরে ছিল ৯.১১ শতাংশ। এ খাতের তিনটি উপখাতের মধ্যে বীমা এবং অন্যান্য উপখাতে প্রবৃদ্ধির হার চলতি অর্থবছরে বৃদ্ধি পাবে। তবে ব্যাংক উপখাতে গত অর্থবছরের প্রবৃদ্ধির হার ১০.৮৭ শতাংশ থেকে কিছুটা হ্রাস পেয়ে চলতি অর্থবছরে দাঁড়িয়েছে ১০.৫৩ শতাংশে। রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও অন্যান্য ব্যবসা খাতের প্রবৃদ্ধির হার চলতি অর্থবছরে ৪.২৪ শতাংশ হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে, যা ২০১২-১৩ অর্থবছরে ছিল ৪.০৪ শতাংশ। এছাড়া, সার্বিক সেবা খাতের অন্তর্ভুক্ত অবশিষ্ট খাতসমূহের মধ্যে লোকপ্রশাসন ও প্রতিরক্ষা; শিক্ষা; স্বাস্থ্য ও সমাজকর্ম; কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা প্রভৃতি প্রত্যেক খাতেই প্রবৃদ্ধির হার পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় চলতি অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে ৭.০৬ শতাংশ, ৮.২২ শতাংশ, ৫.০২ শতাংশ এবং ৩.২৭ শতাংশ হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে।

#### স্থির মূল্যে জিডিপিতে খাতসমূহের অবদান

সারণি ২.৪-এ ২০০৫-০৬ অর্থবছরের ভিত্তি মূল্যে জিডিপিতে খাতওয়ারি অবদানের হার উপস্থাপন করা হয়েছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে স্থির মূল্যে জিডিপিতে কৃষি ও বনজ খাতের অবদান প্রাক্কলন করা হয়েছে ১২.৬৪ শতাংশ। তবে ২০১২-১৩ অর্থবছরে এ খাতের প্রকৃত অবদান ছিল ১৩.০৯ শতাংশ। গত অর্থবছরের ন্যায় চলতি অর্থবছরেও জিডিপিতে কৃষি ও বনজ খাতের অন্তর্ভুক্ত তিনটি উপখাতেরই অবদান হ্রাস পেয়েছে। তবে জিডিপি'তে মৎস্য খাতের অবদান চলতি অর্থবছরে গত অর্থবছরের তুলনায় (৩.৬৮ শতাংশ) সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে ৩.৬৯ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। সার্বিকভাবে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে জিডিপি'তে কৃষি খাতের অবদান ২০০৫-০৬ অর্থবছরের ভিত্তি মূল্যে প্রাক্কলন করা হয়েছে ১৬.৩৩ শতাংশ। পূর্ববর্তী অর্থবছরে এ খাতের প্রকৃত অবদান ছিল ১৬.৭৮ শতাংশ।

২০১৩-১৪ অর্থবছরে স্থির মূল্যে (ভিত্তিবছরঃ ২০০৫-০৬) সার্বিক শিল্প খাতের মধ্যে খনিজ ও খনন খাতের জিডিপি'তে অবদান প্রাক্কলন করা হয়েছে ১.৬৪ শতাংশ। তবে ২০১২-১৩ অর্থবছরে এ খাতে প্রকৃত অবদান ছিল ১.৬৫ শতাংশ। ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প খাতের অবদান ২০১২-১৩ অর্থবছরের ১৯.০০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ১৯.৪৫ শতাংশে পৌঁছেছে। এছাড়া, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ এবং নির্মাণ উভয় খাতেরই অবদান গত অর্থবছরের তুলনায় চলতি অর্থবছরে কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। চলতি অর্থবছরে জিডিপিতে সার্বিক শিল্প খাতের অবদান ২০০৫-০৬ অর্থবছরের ভিত্তি মূল্যে দাঁড়িয়েছে ২৯.৬১ শতাংশ, যা ২০১২-১৩ অর্থবছরে ছিল ২৯.০০ শতাংশ।

২০১৩-১৪ অর্থবছরে জিডিপি নিরূপণে ভিত্তিবছর পরিবর্তন করায় জিডিপি'তে সার্বিক সেবা খাতের অবদান তুলনামূলকভাবে বেশি বলে প্রতীয়মান হয়েছে। ২০০৫-০৬ অর্থবছরের ভিত্তি মূল্যে জিডিপিতে সার্বিক সেবা খাতের অবদান দাঁড়িয়েছে ৫৪.০৫ শতাংশ, যা ২০১২-১৩ অর্থবছরে ছিল ৫৪.২২ শতাংশ। উল্লেখ্য, বিগত অর্থবছরসমূহে (১৯৯৫-৯৬ অর্থবছরের ভিত্তি মূল্যে) জিডিপি'তে সার্বিক সেবা খাতের অবদান ৫০ শতাংশের নিম্নে ছিল।

সার্বিক সেবা খাতের অন্তর্ভুক্ত পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য খাতের জিডিপি'তে অবদান সর্বোচ্চ, যা চলতি ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ১৪.০৮ শতাংশ হতে পারে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০১২-১৩ অর্থবছরে এ খাতের অবদান ছিল ১৪.০৩ শতাংশ। এছাড়া, চলতি অর্থবছরে সার্বিক সেবা খাতের অন্তর্ভুক্ত পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ খাতের অবদান দ্বিতীয় সর্বোচ্চ (১১.৫৪ শতাংশ)। পরবর্তী

অবস্থানসমূহে রয়েছে কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা (৯.৮২ শতাংশ); রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও অন্যান্য ব্যবসা (৬.৯৫ শতাংশ), আর্থিক প্রতিষ্ঠানিক সেবা (৩.৩৯ শতাংশ); লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা (৩.৩৯ শতাংশ); শিক্ষা (২.২৮ শতাংশ); স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা (১.৮৬ শতাংশ) এবং হোটেল ও রেস্টোরাঁ (০.৭৫ শতাংশ)।

#### সারণি ২.৪: ২০০৫-০৬ অর্থ বছরের ভিত্তি মূল্যে জিডিপিতে খাতওয়ারি অবদানের হার

(শতকরা হার)

খাত/উপখাত	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪*
<b>১। কৃষি ও বনজ</b>	<b>১৫.৩৩</b>	<b>১৫.১৭</b>	<b>১৪.৮৯</b>	<b>১৪.৫৮</b>	<b>১৪.৬৫</b>	<b>১৪.২৭</b>	<b>১৩.৭০</b>	<b>১৩.০৯</b>	<b>১২.৬৪</b>
ক) শস্য ও শাকসজি	১১.১০	১১.০৮	১০.৮৮	১০.৬৩	১০.৭৯	১০.৫০	১০.০১	৯.৪৯	৯.১১
খ) প্রাণি সম্পদ	২.৩৮	২.২৭	২.১৯	২.১৩	২.০৬	১.৯৮	১.৯০	১.৮৪	১.৭৮
গ) বনজ সম্পদ	১.৮৬	১.৮৩	১.৮২	১.৮২	১.৮১	১.৭৯	১.৭৮	১.৭৬	১.৭৪
<b>২। মৎস্য সম্পদ</b>	<b>৩.৬৭</b>	<b>৩.৭৫</b>	<b>৩.৭৯</b>	<b>৩.৭৮</b>	<b>৩.৭৩</b>	<b>৩.৭৩</b>	<b>৩.৬৮</b>	<b>৩.৬৮</b>	<b>৩.৬৯</b>
<b>৩। খনিজ ও খনন</b>	<b>১.৫৩</b>	<b>১.৫২</b>	<b>১.৫৪</b>	<b>১.৬২</b>	<b>১.৬৫</b>	<b>১.৬০</b>	<b>১.৬১</b>	<b>১.৬৫</b>	<b>১.৬৪</b>
ক) প্রাকৃতিক গ্যাস ও অপরিশোধিত তৈল	১.০২	১.০২	১.০২	১.০৭	১.০৯	১.০৩	১.০০	১.০১	০.৯৭
খ) অন্যান্য খনিজ সম্পদ ও খনন	০.৫১	০.৫০	০.৫২	০.৫৫	০.৫৬	০.৫৭	০.৬১	০.৬৪	০.৬৭
<b>৪। শিল্প (ম্যানুফ)</b>	<b>১৬.১৩</b>	<b>১৬.৬৪</b>	<b>১৬.৮৭</b>	<b>১৭.১০</b>	<b>১৭.২০</b>	<b>১৭.৭৫</b>	<b>১৮.২৮</b>	<b>১৯.০০</b>	<b>১৯.৪৫</b>
ক) বৃহৎ ও মাঝারী শিল্প	১২.৯২	১৩.৩৬	১৩.৫৫	১৩.৭১	১৩.৭৪	১৪.৩২	১৪.৮৬	১৫.৪৯	১৫.৯৩
খ) ক্ষুদ্রায়তন শিল্প	৩.২২	৩.২৯	৩.৩৩	৩.৩৯	৩.৪৬	৩.৪৩	৩.৪২	৩.৫১	৩.৫২
<b>৫। বিদ্যুৎ, গ্যাস, ও পানি সম্পদ</b>	<b>১.২১</b>	<b>১.১৯</b>	<b>১.২১</b>	<b>১.২৩</b>	<b>১.২৮</b>	<b>১.৩৬</b>	<b>১.৪১</b>	<b>১.৪৫</b>	<b>১.৪৬</b>
ক) বিদ্যুৎ	০.৯৯	০.৯৭	০.৯৮	১.০০	১.০৪	১.১৩	১.১৭	১.২১	১.২৩
খ) গ্যাস	০.১৪	০.১৫	০.১৫	০.১৬	০.১৬	০.১৫	০.১৫	০.১৫	০.১৫
গ) পানি	০.০৮	০.০৮	০.০৮	০.০৮	০.০৮	০.০৮	০.০৯	০.০৮	০.০৮
<b>৬। নির্মাণ</b>	<b>৬.৫২</b>	<b>৬.৪৯</b>	<b>৬.৫০</b>	<b>৬.৫৮</b>	<b>৬.৬৫</b>	<b>৬.৬৭</b>	<b>৬.৭৮</b>	<b>৬.৯০</b>	<b>৭.০৬</b>
<b>৭। পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য</b>	<b>১৩.৬৩</b>	<b>১৩.৭৮</b>	<b>১৩.৯৬</b>	<b>১৪.০৪</b>	<b>১৪.০২</b>	<b>১৪.০২</b>	<b>১৪.০২</b>	<b>১৪.০৩</b>	<b>১৪.০৮</b>
<b>৮। হোটেল ও রেস্টোরাঁ</b>	<b>০.৭৬</b>	<b>০.৭৫</b>	<b>০.৭৪</b>	<b>০.৭৫</b>	<b>০.৭৫</b>	<b>০.৭৫</b>	<b>০.৭৪</b>	<b>০.৭৫</b>	<b>০.৭৫</b>
<b>৯। পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ</b>	<b>১০.১৬</b>	<b>১০.৩৭</b>	<b>১০.৬১</b>	<b>১০.৮৯</b>	<b>১১.০৫</b>	<b>১১.২৩</b>	<b>১১.৪৯</b>	<b>১১.৫০</b>	<b>১১.৫৪</b>
ক) স্থূল পথ পরিবহন	৭.১৭	৭.১২	৭.১০	৭.১৯	৭.২৮	৭.৩১	৭.৩২	৭.৩১	৭.৩১
খ) পানি পথ পরিবহন	১.০৩	০.৯৯	০.৯৭	০.৯৫	০.৯২	০.৮৯	০.৮৬	০.৮৪	০.৮১
গ) আকাশ পথ পরিবহন	০.১২	০.১১	০.১১	০.১২	০.১৩	০.১৪	০.১৪	০.১৩	০.১২
ঘ) সহযোগী পরিবহন সেবা ও সংরক্ষণ	০.৫৪	০.৫৩	০.৫৬	০.৫৮	০.৬০	০.৬৩	০.৬৯	০.৬৭	০.৬৬
ঙ) ডাক ও তার যোগাযোগ	১.৩০	১.৬১	১.৮৭	২.০৬	২.১২	২.২৬	২.৪৮	২.৫৬	২.৬৩
<b>১০। আর্থিক প্রতিষ্ঠানিক সেবা</b>	<b>৩.১১</b>	<b>৩.০৯</b>	<b>৩.০৩</b>	<b>২.৮৮</b>	<b>২.৮৮</b>	<b>২.৯৯</b>	<b>৩.২১</b>	<b>৩.৩০</b>	<b>৩.৩৯</b>
ক) ব্যাংক	২.৬৭	২.৬১	২.৫২	২.৩০	২.২৪	২.৩৭	২.৬২	২.৭৩	২.৮৪
খ) বীমা	০.২৯	০.৩৩	০.৩৪	০.৩৮	০.৪৩	০.৪২	০.৪১	০.৩৯	০.৩৭
গ) অন্যান্য	০.১৪	০.১৫	০.১৬	০.১৯	০.২১	০.২০	০.১৯	০.১৮	০.১৮
<b>১১। রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও অন্যান্য ব্যবসা</b>	<b>৮.২৯</b>	<b>৮.০৩</b>	<b>৭.৮৭</b>	<b>৭.৭৭</b>	<b>৭.৬১</b>	<b>৭.৪১</b>	<b>৭.২২</b>	<b>৭.০৭</b>	<b>৬.৯৫</b>
<b>১২। লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা</b>	<b>৩.০৮</b>	<b>৩.১২</b>	<b>৩.১৪</b>	<b>৩.১৯</b>	<b>৩.২৬</b>	<b>৩.৩৩</b>	<b>৩.৩৫</b>	<b>৩.৩৬</b>	<b>৩.৩৯</b>
<b>১৩। শিক্ষা</b>	<b>২.১৮</b>	<b>২.২১</b>	<b>২.২৪</b>	<b>২.২৫</b>	<b>২.২৩</b>	<b>২.২১</b>	<b>২.২৩</b>	<b>২.২৪</b>	<b>২.২৮</b>
<b>১৪। স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা</b>	<b>২.০৩</b>	<b>১.৯৯</b>	<b>১.৯৯</b>	<b>১.৯৫</b>	<b>১.৯৬</b>	<b>১.৯৫</b>	<b>১.৯০</b>	<b>১.৮৮</b>	<b>১.৮৬</b>
<b>১৫। কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা</b>	<b>১২.৩৭</b>	<b>১১.৯১</b>	<b>১১.৬১</b>	<b>১১.৩৮</b>	<b>১১.০৮</b>	<b>১০.৭২</b>	<b>১০.৩৮</b>	<b>১০.০৯</b>	<b>৯.৮২</b>
<b>মোট</b>	<b>১০০.০০</b>	<b>১০০.০০</b>	<b>১০০.০০</b>	<b>১০০.০০</b>	<b>১০০.০০</b>	<b>১০০.০০</b>	<b>১০০.০০</b>	<b>১০০.০০</b>	<b>১০০.০০</b>

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। \* সাময়িক হিসাব

জিডিপিতে সার্বিক খাতসমূহের অবদানের কাঠামোগত পরিবর্তন সারণি ২.৫ ও লেখচিত্র ২.২-এ দেখানো হয়েছে। সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে যে, জিডিপিতে কৃষি থেকে শিল্প খাতের অবদানের কাঠামোগত পরিবর্তনের ধারা এ অর্থবছরেও অব্যাহত আছে।

সারণি ২.৫: স্থির মূল্যে দেশজ উৎপাদ সার্বিক খাতসমূহের অবদানের কাঠামোগত পরিবর্তন ও প্রবৃদ্ধির ধারা

অবদান (শতকরা হারে)										
খাত	১৯৮০-৮১	১৯৮৫-৮৬	১৯৯০-৯১	১৯৯৫-৯৬	২০০০-০১	২০০৫-০৬	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪*
কৃষি	৩৩.০৭	৩১.১৫	২৯.২৩	২৫.৬৮	২৫.০৩	১৯.০১	১৮.০১	১৭.৩৮	১৬.৭৮	১৬.৩৩
শিল্প	১৭.৩১	১৯.১৩	২১.০৪	২৪.৮৭	২৬.২০	২৫.৪০	২৭.৩৮	২৮.০৮	২৯.০০	২৯.৬১
সেবা	৪৯.৬২	৪৯.৭৩	৪৯.৭৩	৪৯.৪৫	৪৮.৭৭	৫৫.৫৯	৫৪.৬১	৫৪.৫৪	৫৪.২২	৫৪.০৫
মোট	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০
প্রবৃদ্ধি (শতকরা হারে)										
কৃষি	৩.৩১	৩.৩১	২.২৩	৩.১০	৩.১৪	৫.৫০	৪.৪৬	৩.০১	২.৪৬	৩.৩৫
শিল্প	৫.১৩	৬.৭২	৪.৫৭	৬.৯৮	৭.৪৫	৯.৮০	৯.০২	৯.৪৪	৯.৬৪	৮.৩৯
সেবা	৩.৫৫	৪.১০	৩.২৮	৩.৯৬	৫.৫৩	৬.৬০	৬.২২	৬.৫৮	৫.৫১	৫.৮৩
সার্বিক জিডিপি (উৎপাদন মূল্যে)	৩.৭৪	৩.৩৪	৩.২৪	৪.৪৭	৫.৪১	৭.১৮	৬.৬৪	৬.৭২	৬.১৪	৬.১৬

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো \* সাময়িক হিসাব। নোটঃ ২০০০-০১ অর্থবছর পর্যন্ত উপাত্তসমূহ ১৯৯৫-৯৬ অর্থবছরের এবং পরবর্তী অর্থবছরসমূহ ২০০৫-০৬ অর্থবছরের ভিত্তিমূল্যে নিরূপিত।

লেখচিত্র ২.২ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, গত প্রায় সাড়ে তিন দশকে জিডিপিতে কৃষি খাতের অবদান ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়েছে এবং শিল্প খাতের অবদান ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে সেবা খাতের অবদান প্রায় একই রয়েছে।



### ব্যয়ভিত্তিক জিডিপি

সারণি ২.৬ এ ব্যয়ভিত্তিতে নিরূপিত জিডিপি ও সারণি ২.৭ এ জিডিপি'র শতকরা হারে ভোগ, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ পরিস্থিতি তুলে ধরা হয়েছে। ব্যয়ের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, সাময়িক হিসাবে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ভোগব্যয়ের পরিমাণ জিডিপি'র শতকরা হারে গত অর্থবছরের তুলনায় কিছুটা হ্রাস পেয়ে ৭৬.৫৭ শতাংশে পৌঁছেছে, যা ২০১২-১৩ অর্থবছরে ছিল ৭৭.৯৬ শতাংশ। অপরদিকে, সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ২০১৩-১৪ অর্থবছরে দেশজ সঞ্চয় ও জাতীয় সঞ্চয়ের হার প্রাক্কলন করা হয়েছে যথাক্রমে জিডিপি'র ২৩.৪৩ শতাংশ ও ৩০.৫৪ শতাংশ, যা ২০১২-১৩ অর্থবছরে ছিল যথাক্রমে জিডিপি'র ২২.০৪ শতাংশ ও ৩০.৫৩ শতাংশ। অর্থাৎ চলতি অর্থবছরে জিডিপি'র শতকরা হারে দেশজ সঞ্চয় ও জাতীয় সঞ্চয় উভয়ই গত অর্থবছরের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে।



সারণি ২.৬: চলতি বাজারমূল্যে ব্যয়ভিত্তিক জিডিপি (ভিত্তিবছরঃ ২০০৫-০৬)

(কোটি টাকায়)

খাত	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪*
১. অভ্যন্তরীণ চাহিদা [(২)+(৩)]	৬৭২৭৭১	৭৪৬৪৮৫	৮৪০৮৯৮	৯৭৮০৯৫	১১২৯৪৭৫	১২৭৫০৯৭	১৪২১৯৪৪
২. ভোগ	৫০৮০৪২	৫৬১৭১৪	৬৩১৫৭১	৭২৬৯৬৬	৮৩১২৫০	৯৩৪৭২৭	১০৩৪৪৩০
সরকারি	৩২৫৫৫	৩৫৯১৫	৪০৪৭৮	৪৬৬৮৪	৫৩১৭৫	৬১৩৩৯	৭০২০৯
বেসরকারি	৪৭৫৪৮৭	৫২৫৭৯৯	৫৯১০৯৩	৬৮০২৮২	৭৭৮০৭৫	৮৭৩৩৮৯	৯৬৪২২১
৩. বিনিয়োগ	১৬৪৭২৯	১৮৪৭৭২	২০৯৩২৭	২৫১১২৯	২৯৮২২৫	৩৪০৩৭০	৩৮৭৫১৪
সরকারি	২৮২৮১	৩০৪৩৭	৩৭২৭৬	৪৮১৫০	৬০৮০২	৭৯৬২১	৯৮৬০৩
বেসরকারি	১৩৬৪৪৮	১৫৪৩৩৪	১৭২০৫১	২০২৯৭৯	২৩৭৪২৩	২৬০৭৪৯	২৮৮৯১১
৪. নীট রপ্তানি	-৪৫৯১৪	-৪৩৮০৩	-৪৫৮৯৫	-৬৯৩৯০	-৮২১৭৭	-৮৬৫৭০	-৭৩৯১২
৫. মোট অভ্যন্তরীণ ব্যয়	৬২৬৮৫৭	৭০২৬৮২	৭৯৫০০৩	৯০৮৭০৫	১০৪৭২৯৯	১১৮৮৫২৭	১৩৪৮০৩২
৬. মোট দেশজ উৎপাদ	৬২৮৬৮২	৭০৫০৭২	৭৯৭৫৩৯	৯১৫৮২৯	১০৫৫২০৪	১১৯৮৯২৩	১৩৫০৯২০
৭. পরিসংখ্যানিক পার্থক্য	২২২৬	২৯৩১	৩০৮৩	৮০১৭	৭৯০৫	১০৩৯৬	২৮৮৮

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো \* সাময়িক

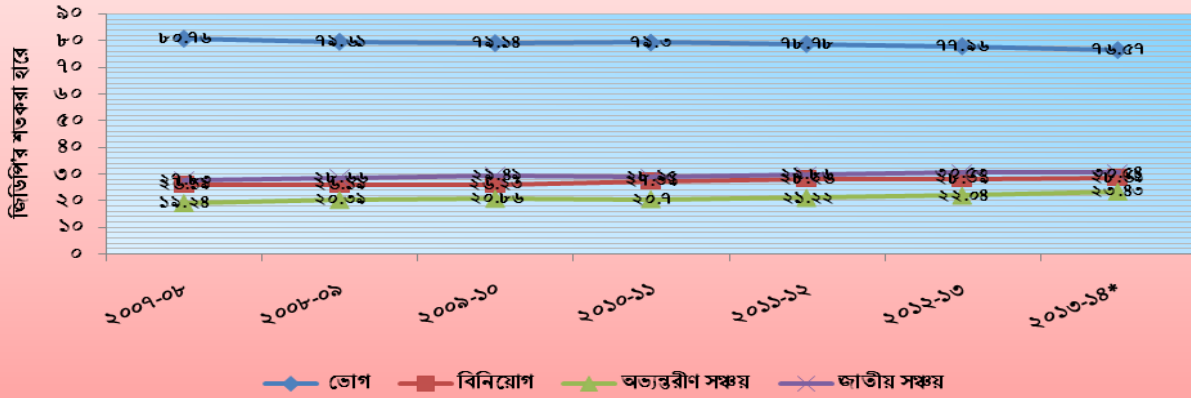
বিনিয়োগের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, জিডিপি'র শতকরা হারে মোট বিনিয়োগ চলতি অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে বেসরকারি বিনিয়োগ জিডিপি'র শতকরা হারে গত অর্থবছরের তুলনায় চলতি অর্থবছরে হ্রাস পেলেও সরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে বিনিয়োগ দাঁড়িয়েছে জিডিপি'র ২৮.৬৯ শতাংশে, গত অর্থবছরে যা ছিল জিডিপি'র ২৮.৩৯ শতাংশ। এর মধ্যে বেসরকারি বিনিয়োগ জিডিপি'র ২১.৭৫ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ২১.৩৯ শতাংশে এবং সরকারি বিনিয়োগ জিডিপি'র ৬.৬৪ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৭.৩০ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

সারণি ২.৭: ভোগ, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ (জিডিপি'র শতকরা হারে) (ভিত্তিবছরঃ ২০০৫-০৬)

খাত	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪*
১. ভোগ	৮০.৭৬	৭৯.৬১	৭৯.১৪	৭৯.৩০	৭৮.৭৮	৭৭.৯৬	৭৬.৫৭
সরকারি	৫.১৭	৫.০৯	৫.০৭	৫.০৯	৫.০৪	৫.১২	৫.২০
বেসরকারি	৭৫.৫৮	৭৪.৫২	৭৪.০৬	৭৪.২১	৭৩.৭৪	৭২.৮৫	৭১.৩৮
২. বিনিয়োগ	২৬.১৯	২৬.১৯	২৬.২৩	২৭.৩৯	২৮.২৬	২৮.৩৯	২৮.৬৯
সরকারি	৪.৫০	৪.৩১	৪.৬৭	৫.২৫	৫.৭৬	৬.৬৪	৭.৩০
বেসরকারি	২১.৬৯	২১.৮৭	২১.৫৬	২২.১৪	২২.৫০	২১.৭৫	২১.৩৯
৩. অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়	১৯.২৪	২০.৩৯	২০.৮৬	২০.৭০	২১.২২	২২.০৪	২৩.৪৩
৮. জাতীয় সঞ্চয়	২৭.৮৩	২৮.৬৬	২৯.৪৯	২৮.৯৫	২৯.৮৬	৩০.৫৩	৩০.৫৪

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো \* সাময়িক।

লেখচিত্র-২.৩: ভোগ, সঞ্চয় ও বিনিয়োগের গতিধারা



চলতি অর্থবছর নির্বাচনী বছর হওয়ায় বেসরকারি বিনিয়োগকারীরা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। পাশাপাশি, দেশের অভ্যন্তরে অর্থনীতির প্রতিকূল পরিবেশের কারণে বেসরকারি বিনিয়োগ কিছুটা হ্রাস পেলেও সরকারি বিনিয়োগের বৃদ্ধির ফলে মোট বিনিয়োগ গত অর্থবছরের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া, বর্তমান সরকার বাংলাদেশে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগের প্রসারকল্পে বিনিয়োগ-বান্ধব নীতিমালা প্রণয়ন, আইন ও বিধিগত সংস্কার তথা সার্বিক বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। বিশেষ করে বেসরকারি বিনিয়োগ-সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার বিনিয়োগ বোর্ড ও প্রাইভেটাইজেশন কমিশন গঠনসহ ব্যাপক সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। দেশে বিনিয়োগ-সহায়ক পরিবেশ অব্যাহত রাখার এরূপ প্রচেষ্টার কারণে ব্যক্তিখাতে তৈরি পোশাক ও নিটওয়্যার শিল্পের বিকাশ শিল্পখাতকে গতিশীল করে তুলছে। এরই ধারাবাহিকতায় বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে অবকাঠামোগত উন্নয়ন, দ্রুত বিদ্যুতায়নের প্রচেষ্টা বাস্তবায়ন, জ্বালানির বহুমুখীকরণ, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং সর্বোপরি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার সহ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ও পিপিপি আওতায় অবকাঠামো খাতে সরকার যে ব্যাপক পরিকল্পনা নিয়েছে তা বাস্তবায়নের ফলে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে এবং উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।